অধিক মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশে গয়াল পালনের সম্ভাবনা

গয়াল সাধারণ জনসমাজে বনগরু নামে পরিচিত। এগুলো পাহাড়ী জঙ্গলে বিচরণকারি গবাদিপশু, পরিবেশ বিপর্যয় ও নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার কারণে গয়ালের অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন। বাংলাদেশের বান্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী বনাঞ্চলে এখনও কিছু গয়াল টিকে আছে। বন্য এই গবাদিপশুটি দুধ উৎপাদনে ততোটা উপযোগী না হলেও, গরুগুলো মাংস উৎপাদনে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এ গবাদিপশুরটির পুরুষ প্রাণীর গড় ওজন ৬০০-৭০০ কেজি এবং স্ত্রী গবাদিপশুর ওজন ৫০০-৬০০ কেজি হয়ে থাকে। শরীরের রং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কালো থেকে গাঢ় চকলেট রং এর হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ছাড়া মায়ানমার, ভারত, নেপাল ও ভূটানের পাহাড়ী বন জঙ্গলে এদের এখনও দেখা যায়।

বনগরুর উৎপত্তি বিষয়ে দুটো উপপ্রমেয়মূলক (hypothetical) বাখ্যা প্রচলিত আছে। কেও মনে করেন গয়াল "গাউর" জাতীয় বন্য গবাদিপশু থেকে গৃহপালিত গরু হয়েছে। আবার গয়ালকে অন্যারা ভাবেন এটা সংকর বা দো আঁশলা প্রজাতির গরু যা বন্য "গাউর" এবং গৃহপালিত বস টাওয়াস বা বস ইন্ডিকাস গরুর সংকরায়িত একটি প্রজাতি। তবে এ দুটো ক্ষেত্রেই প্রমাণ সাপেক্ষ কোন নীরেট যুক্তি এখনও কেও দিতে পারেন নাই। ১৯৯০ সালের দিকে গয়াল এর সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বান্দরবন জেলার ন্যাইখংছড়িতে একটা গয়াল গবেষণা উপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেও না না আর্থিক অভাব অনটনের কারণে উপ কেন্দ্রটিতে বর্তমানে ততোটা সক্রিয়ভাবে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে না।

গবেষকগণ নব্বয়ের দশকে গয়াল নিয়ে যতটুকু গবেষণা করেছিলেন এতে প্রতিয়মান হয়েছে যে, গয়ালের সাথে ফ্রিজিয়ান গরুর সংকরায়ণে ১ম পুরুষ প্রজন্মের দৈনিক মাংস বৃদ্ধির হার ৭০১ গ্রাম, পক্ষান্তরে ৫০% গয়াল এবং জার্সি ৫০% ভাগ সংকরায়িত গয়ালের ১ম প্রজন্মে দৈনিক মাংস বৃদ্ধির হার ৫৫৬ গ্রাম। একেবারে দেশি গরুর মাংস বৃদ্ধির হার দেখা গেছে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম। এই প্রাথমিক গবেষণা থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, সংকরায়িত গয়াল গরু মাংস উৎপাদনে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। দেশে গয়াল ও ব্রাহামা প্রজাতি গরুর সংকরায়ণ যদিও এখনো করে দেখা হয় নাই। তবে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিলে, আগামী দিনে হয়তোবা আরো উন্নত ধরনের ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবণা তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যদি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাইখংছড়ি উপকেন্দ্রটিকে আবারো নতূন বাজেট এবং নতূন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে গয়ালের সাথে বিভিন্ন মাংস উৎপাদনকারী প্রজাতির গবাদিপশু সংকরায়ণের মাধ্যমে নতূন একটি মাংস উৎপাদনকারী জাত উদ্ভাবণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে হয়তোবা আগামী দিনে বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনকারী নতূন একটি গবাদিপশুর জাত আমরা পেয়ে যেতেও পারি। আমাদের দেশের মাংসের চাহিদা পূরণে এ ধরনের গবেষণাকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলে, আশা করা যায় আগামী দিনে পুষ্টি চাহিদা নিরসনে এ ধরনের গবেষণা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। আগামীদিনে সরকারের কাছ থেকে আমরা এমন ধরনের প্রকল্পের প্রত্যাশায় রইলাম।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।